

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

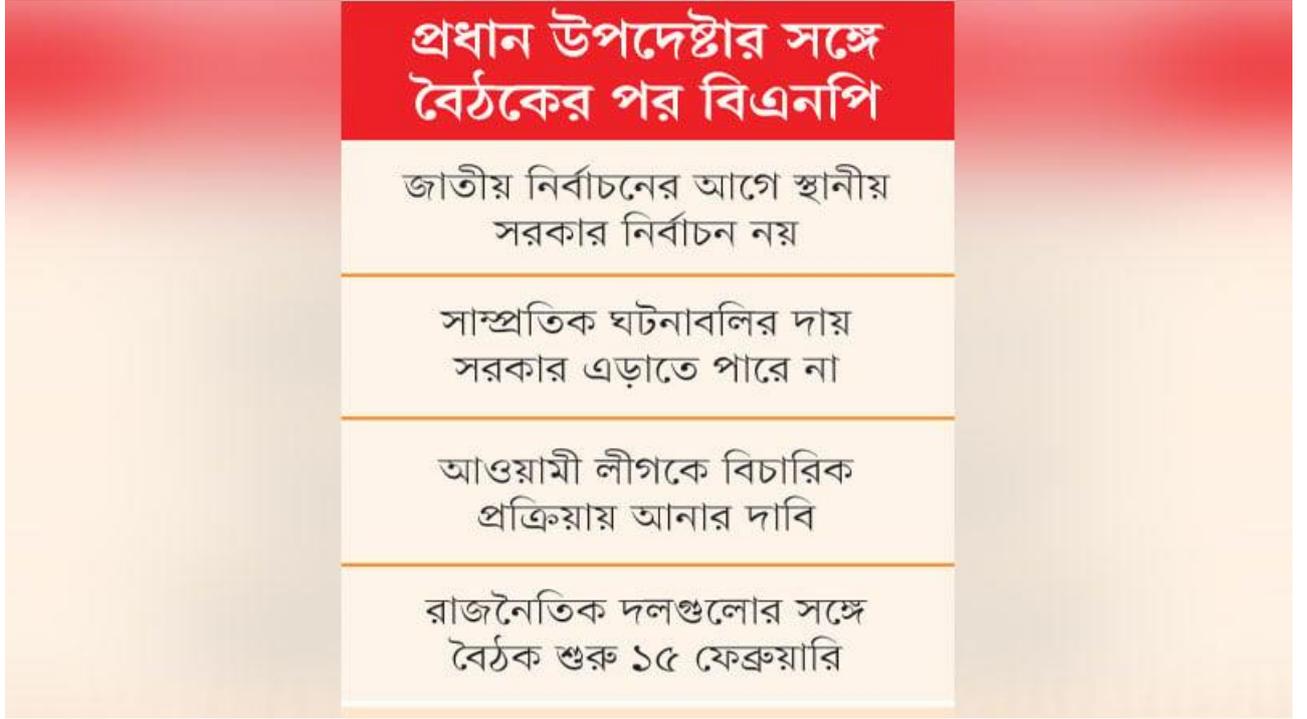
ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার

কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

ক্র.নং	সংবাদ শিরোনাম	পত্রিকার নাম	মন্তব্য
১.	ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন, আশ্বস্ত করল সরকার	সমকাল	পৃষ্ঠা: ০১
২.	রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠক ১৫ ফেব্রুয়ারি	কালের কণ্ঠ	পৃষ্ঠা: ১১
৩.	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার চান ৮২% মানুষ	আজকের পত্রিকা	
৪.	‘সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে দেশ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা মুক্ত হবে’	যমুনা টিভি	
৫.	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে সরকার	সংবাদ অনলাইন	

## ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন, আশ্বস্ত করল সরকার:



সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ০১:৪৮ | আপডেট: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ১১:০৪

চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে কাজ চলছে বলে বিএনপিকে আশ্বস্ত করেছে সরকার। গতকাল সোমবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের পর এ তথ্য জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেন, ‘ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনে সরকার কাজ করছে বলে আমাদের জানিয়েছেন (প্রধান উপদেষ্টা)। আশা করব, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং একটি রোডম্যাপ (রূপরেখা) দেওয়া হবে।’ তবে রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন বিএনপির পক্ষ থেকে দ্রুত চাওয়া হয়েছে— চলতি ডিসেম্বরেই চেয়েছেন তারা। সরকারের তরফে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। এ বিষয় উপদেষ্টা পরিষদ দেখবেন, সিদ্ধান্ত হলে জানাবেন।’ সরকার ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছে কিনা— এ প্রশ্নে প্রেস সচিব বলেন, ‘এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হলে আপনারা জানবেন।’

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমেদ, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান। অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

এদিকে মানিকগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নিয়েই তারা প্রস্তুত হচ্ছেন। একটি ভালো নির্বাচন না করার কোনো বিকল্প কমিশনের কাছে নেই। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য তিনি রাজনৈতিক নেতাসহ সবার সহায়তা কামনা করেছেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে চার পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এতে অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস এবং রাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দলটির অবস্থান তুলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বিএনপির পক্ষ থেকে সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্বের পায়তরার অভিযোগ তুললেও গতকালের বৈঠকে তারা

সংস্কার ও নির্বাচন প্রক্রিয়া দুটিই একসঙ্গে চলতে পারে বলে মত দিয়েছেন। এ জন্য দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সংস্কার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানিয়েছেন, সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বসছে জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন। ছয় কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ হবে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে। মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন ছাড়াও তারা বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মব কালচার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং পতিত ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে মানুষের হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকারসহ ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যত শিগগির সম্ভব নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নির্বাচনমুখী জরুরি সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজনই বর্তমান সরকারের প্রধান ম্যান্ডেট। তারা এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে— ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের জন্য তারা কাজ করছেন।

এদিকে গতকাল দুপুরে ঢাকা দক্ষিণ সিটির নগর ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিষয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা খুব পরিষ্কার করে আগেও বলেছি, এখনও বলছি— জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে না। আমরা এ ব্যাপারে কোনোভাবেই একমত হবো না।’ তিনি বলেন, বিগত দিনে জাতীয় সংসদের মতোই স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচনে কারচুপি ও অনাচারের আশ্রয় নিয়ে পতিত স্বৈরাচার দলীয় লোকদের বিজয়ী করেছে। এসব ব্যক্তি গোপনে এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে, যাতে সরকারের শান্তি ও উন্নয়ন প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তাই অবিলম্বে সিটি করপোরেশন ও উপজেলার মতো ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দিতে হবে।

দেশজুড়ে চলমান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, অতীতে অনেক অভিযান দেখা গেছে। সে ধরনের কোনো পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এটা নিয়ে যেন কোনো সমস্যা তৈরি করা না হয়। এসব কথা জোরের সঙ্গে তারা বৈঠকে তুলে ধরেছেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন প্রসঙ্গে বিএনপি নেতারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টা ক্ষমতায় থেকে রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়ায় জড়িত। এতে জনমনে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করার নানা প্রকার লক্ষণ ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে, যা দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য মোটেই সুখকর নয়। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী যথাযথ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে কোনো দলের আত্মপ্রকাশকে আমরা স্বাগত জানাব।

বৈঠকে নির্বাচন বিষয়ে বিএনপি নেতারা বলেছেন, নির্বাচনমুখী অতি আবশ্যিকীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। নির্বাচিত সরকার সার্বভৌমত্ব অটুট রেখে দেশ ও দেশের জনগণের নিরাপত্তা বিধান করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জীবনমান উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হবে। সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া। সংস্কার ও নির্বাচন প্রক্রিয়া দুটিই একসঙ্গে চলতে পারে। এ জন্য তারা দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন।

বৈঠকে অওয়ামী লীগ ইস্যুতে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পতিত ফ্যাসিবাদীরা বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারা করছে এবং প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের সহায়তায় দেশের বাইরে থেকে এ তৎপরতা চলমান রাখছে। গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা দরকার।

দেশে চলমান মব কালচার নিয়ে বিএনপি নেতারা বলেছেন, পতিত ও পলাতক স্বৈরাচার এবং তার দোসরদের উস্কানিমূলক আচরণ, জুলাই-আগস্টের রক্তক্ষয়ী ছাত্র গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে অশালীন এবং আপত্তিকর মন্তব্য দেশের

জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ এবং ক্রোধের জন্ম দিয়েছে। এ কারণেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পতিত স্বেচ্ছাচারের স্মৃতি, মূর্তি, স্থাপনা ও নামফলক ভেঙে ফেলার মতো ঘটনা ঘটছে। সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এর দায় সরকার এড়াতে পারে না। কারণ সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সামনেই ঘটনাগুলো ঘটেছে। এতে ফ্যাসিবাদকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিনিয়োগ-বাণিজ্যে স্থবিরতা ও বাজার সরবরাহ ব্যবস্থায় নৈরাজ্য সীমাহীন জনদুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের দাবি নিয়ে মব কালচারে সীমাহীন জনদুর্ভোগ, সড়কে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে নাগরিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। এক ধরনের সামাজিক নৈরাজ্যের বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা স্নিয়মাণ হতে শুরু করেছে।

বিএনপি নেতারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ৬ মাসেও পলাতক স্বেচ্ছাচার এবং তাদের দোসরদের আইনের আওতায় আনতে যথেষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ জনসমক্ষে দৃশ্যমান করতে সফল হয়নি। ফলে জনগণ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার মতো কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হচ্ছে। জনগণ এভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিলে দেশ-বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টা কবে নাগাদ নির্বাচনের রোডম্যাপ দেবেন— সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, এটা সরকার ঠিক করবে। বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থাকা রাজনৈতিক ও গায়েবি মামলা বিষয়ে তিনি বলেন, এসব মিথ্যা, বানোয়াট মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। সব মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে— এমন একটা ঘোষণা দেওয়ার দাবি আমরা সরকারকে জানিয়েছি।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, অধস্তন আদালতে যে বিচারকরা রাতের বেলায় বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীকে অন্যায়াভাবে সাজা দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাদের বহাল রেখে স্বাধীন বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন করা জনগণের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে।

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ফ্যাসিবাদের দোসরদের মূল্যায়ন বিষয়ে তিনি বলেন, ৬ মাস পরেও দেশের বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অনেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের অপকর্ম এবং অপশাসনের দোসররা স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করছে।

এমনকি সরকারের উপদেষ্টা পরিষদেও পতিত স্বেচ্ছাচারের কিছু দোসর স্থান পেয়েছে। বিতর্কিত ও স্বেচ্ছাচারের দোসর অনেককে জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের রাতের ভোট, ভোটারবিহীন ভোট, ডামি ভোট অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা এখনও তাদের সাবেক প্রভুদের ইশরা-ইজিতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা আওয়ামী দোসরদের গোপনে অনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তাই দ্রব্যমূল্য, আইনশৃঙ্খলা কিছুই নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন; অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করুন; দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ দিন; প্রশাসনের সর্বস্তর পতিত ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত করুন।

## কালের কণ্ঠ ১৫ ফেব্রুয়ারি

### রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠক ১৫ ফেব্রুয়ারি

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম বৈঠক করবে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এ বৈঠক শুরু হবে।

আজ (সোমবার) সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংকালে এসব তথ্য জানান প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, সংস্কার কমিশনের সদস্যরা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শরিকরা বৈঠকে অংশ নেবে।

বিফ্রিংয়ে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি প্রেসসচিব অপূর্ব জাহাঞ্জীর ও সহকারী প্রেসসচিব সুচিস্মিতা তিথি।

## নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার চান ৮২% মানুষ

তানিম আহমেদ, ঢাকা

প্রকাশ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ০২: ৩০

নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার দেখতে চান দেশের ৮২ শতাংশ মানুষ। বিপরীতে ৬ শতাংশ মানুষ চান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যে ৪৫ শতাংশ মানুষ চান সরকারপ্রধানের ক্ষমতা। বিপরীতে ৩৬ শতাংশ মানুষ মনে করেন, রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অন্যদিকে দেশের ৮৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন, সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব তৈরির লক্ষ্যে পরিচালিত এক জনমত জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে এ জরিপ চালায় সংবিধান সংস্কার কমিশন। গত ৫-১০ ডিসেম্বর জরিপটি পরিচালনা করে বিবিএস। সংবিধান সংস্কার কমিশন ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ণাঙ্গ জরিপটি তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

জরিপের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সব স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বিবিএসের মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন ৪৯ শতাংশ মানুষ।

অন্যদিকে বিপরীত মত দিয়েছেন ৩৭ শতাংশ মানুষ। কমিশনের সুপারিশেও বিষয়টির প্রতিফলন দেখা গেছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

বিবিএস দেশের ৬৪ জেলা থেকে নমুনাযন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ১৮-৭৫ বছরের ৬৪ হাজার ৮০০ নাগরিকের ওপর জরিপ চালানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল। এর মধ্যে ৪৫ হাজার ৯২৫ জনের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

জরিপে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। সেখানে পাঁচটি উত্তর থেকে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল। তা ছিল, সর্বোচ্চ দুবার, শুধু পরপর দুবার, নির্দিষ্টের প্রয়োজন নেই, জানি না, উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ সর্বোচ্চ দুবারের পক্ষে, ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেইর পক্ষে, শুধু পরপর দুবারের পক্ষে ১০ দশমিক ২, জানি না ৮ এবং উত্তর দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না ২ শতাংশ মানুষ। সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনেও একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দুবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

জরিপের বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ গতকাল সোমবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা যখন ওয়েবসাইটে সাধারণ জনগণের মতামত নিলাম, তখন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ মতামত তুলে ধরেন। কিন্তু ওয়েবসাইটে যেকোনো মন্তব্য সংগ্রহ করা গবেষণার পদ্ধতিগতভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এমন একটি স্যাম্পল তৈরি করতে হবে, যাতে দেশের সব শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকে। তারই বিবেচনায় ১৮-৭৫ বয়সী জনগোষ্ঠীর ৪৬ হাজার হাউসহোল্ডে জরিপটি করি।’

জরিপে দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে মতামত নেওয়া হয়। সেখানে ৩৯ শতাংশ মানুষ দ্বিকক্ষ সংসদ চান বলে মত দেন। বিপরীতে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ দুই কক্ষের পক্ষে মত দেন।

জরিপে অংশ নেওয়া ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ নিজ বিভাগে হাইকোর্ট দেখতে চান এবং ৮২ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ উপজেলা স্তরে আদালত চান।

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গত নভেম্বরে তিন সপ্তাহ সময় ধরে কমিশনের ওয়েবসাইটে মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়। ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৫০ হাজার ৫৭৩ জনের মতামত পাওয়া যায় বলে কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০ হাজার ৯২৪ সংবিধান সংস্কার, সংশোধন বা পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন। ৩ হাজার ৬৮৯ জন ১৯৪৭, ১৯৭১ এবং ২০২৪ সালের আলোকে নতুন প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পক্ষে মত দেন। ইসলামি সংবিধান চান ৩ হাজার ৫৬৭ জন। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ রাখার পক্ষে মত দেন ১৫ হাজার ৫৭৮ জন। মুক্তিযুদ্ধকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসীনের পক্ষে ১ হাজার ৬৬০ জন। দুই মেয়াদের বেশি কেউ বিরোধী দলের প্রধান বা সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা থাকতে পারবেন না বলে মত দেন ১ হাজার ৬৮০ জন। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষে মত ছিল ১৪ হাজার ৬৫৬ জনের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার পক্ষে মত দেন ৬ হাজার ৪২৩ জন। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে মত ছিল ১ হাজার ৭১১ জন। ১৮ বছর না হলে শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে আনা যাবে না এবং যে দলে কম বয়সী দেখা যাবে, তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি করেন ৪৮১ জন।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পক্ষে মত দেন ১৪ হাজার ৯৬৭ জন, বাদের পক্ষে ছিলেন ২৩৯১ জন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ রাখার মত দেন ১ হাজার ১৪০ জন। বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কমিশন যেটি রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে অংশীজন ও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। তাই কমিশন বিধানটি রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। তবে বিষয়টিতে কমিশনের সব সদস্যরা একমত হননি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

## যমুনা টিভি ১১/০২/২০২৫

‘সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে দেশ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা মুক্ত হবে’

[জাতীয়](#) | 11th February, 2025 1:37 pm

সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে বাস্তবায়ন করা হবে জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হবে।

মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।

আসিফ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি সুস্থ ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনের দায়িত্ব নিয়েছে। তাই সুস্থভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে দেশবাসীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

উপদেষ্টা আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে তরুণরা দেশকে নতুন স্বপ্ন দেখানোর প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। সেটা সফল করার ক্ষেত্রেও তরুণদের ভূমিকা রাখতে হবে। দেশ পুনর্গঠনে তরুণদেরই এগিয়ে আসতে হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত দেশে পরিণত হবে।

## সংবাদ অনলাইন ১১/০২/২০২৫

### সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে সরকার

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট: সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন আগামী শনিবার থেকে সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সোমবার রাতে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, “সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথমবারের মতো সংলাপ শুরু হবে।”

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রথম ধাপে ছয়টি খাতের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন শনিবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার গণআন্দোলনের ফলে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গণতান্ত্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। এর অংশ হিসেবে অক্টোবরে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে এসব সংস্কারের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ‘জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন’ গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস।

এ কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রীয়াজ, যিনি সংবিধান সংস্কার কমিশনেরও প্রধান। বাকি পাঁচ সংস্কার কমিশনের প্রধানরাও এই কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রথম ধাপে গঠিত ছয়টি কমিশন হলো—সংবিধান, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন।

এর মধ্যে জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ ছাড়া বাকি চারটি কমিশন গত ১৫ জানুয়ারি তাদের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেয়। বাকি দুটি কমিশনের প্রতিবেদন জমা হয় ৫ ফেব্রুয়ারি।

নভেম্বরে দ্বিতীয় ধাপে আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়, যেগুলো হলো—গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী বিষয়ক এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন। এ কমিশনগুলোর প্রতিবেদন এখনও জমা দেওয়া হয়নি।

শনিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সংলাপে প্রথম ধাপের ছয়টি কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।